ত্রৈমাসিক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা

পঁচিশ বর্ষ, বিশেষ অনলাইন তৃতীয় সংখ্যা,
মে ২০২২, পঁচিশে বৈশাখ, ১৪২৯

 কপিরাইট © 2022 চিত্রোক্তি - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা । অনলাইন সংখ্যা, মে ২০২২, পঁচিশে বৈশাখ সংখ্যা ১৪২৯ | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনারা জানেন **চিত্রোক্তি** - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল। কবি-সম্পাদক-গল্পকার শ্রী অমল করের একান্ত সহযোগিতা এবং সাহচর্যে চিত্রোক্তির পথ চলা শুরু হয়েছিল । ক্রমাগত নয়টি মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরে বিভিন্ন কারণে এটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে । যদিও চিত্রোক্তি পত্রিকা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বা সাহিত্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি। এখন আবার নব কলেবরে অনলাইনে পুনরায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আশাকরি এই পঁচিশে বৈশাখের বিশেষ তৃতীয় সংখ্যাটিও সকলের ভালো লাগবে আগের সংখ্যাগুলোর মতই।

সম্পাদক: শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান উপদেষ্টা: অমল কর
যুগ্ম-সম্পাদক: সম্রাট পাত্র, অরবিন্দ সাঁতরা

প্রচ্ছদ ভাবনা – গার্গী চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর

"চিত্রোক্তি"
সম্পাদক – শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
"আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট"
বোস পাড়া রোড,
বড়িশা পূর্ব পোস্ট,
কলকাতা - ৭০০০০৮

Email: write@chitroktipotrika.org
WhatsApp: 8297976134

www.chitroktipotrika.org
www.chitrokti.org

CHITROKTI POTRIKA

লেখক সূচি

কবিতা

- রমেশ পুরকায়স্থ – রবিস্পর্শ : 07
- অমল কর – পঁচিশে বৈশাখের কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য : 07
- গৌরী সেনগুপ্ত – তোমার প্রেমে : 07
- ব্রততী চক্রবর্তী – রবীন্দ্রনাথ : 08
- শংকর ঘোষ – পঁচিশে বৈশাখ : 08
- ভবানীশংকর চক্রবর্তী – এসো পঁচিশে বৈশাখ : 08
- তাপস মিত্র – আজ দখিন দুয়ার খোলা : 09
- স্বাতী ঘোষ – পঁচিশে বৈশাখ : 09
- শশাঙ্কশেখর অধিকারী – রবীন্দ্রনাথ : 09
- নীলাঞ্জন কুমার – পঁচিশে বৈশাখ : 10
- শোভন বিশ্বাস – রবীন্দ্রনাথ শুধু তুমি : 10
- বীথি কর – কবি, তোমাকে... : 10
- সুতপা দেবনাথ – পঁচিশে বৈশাখ : 11
- নন্দিনী সরকার – প্রণতি : 11
- দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায় – বৈশাখী : 11
- পল্লব চট্টোপাধ্যায় – আজ পঁচিশে বৈশাখ : 12
- নীলাঞ্জনা হাজরা – একদিনের আশাতেই বাকি দিন কাছে আসে : 12
- অনিমেষ রায় – জোড়াসাঁকো : 12
- স্বরূপ কর্মকার – রবির কিরণে : 13
- সম্রাট পাত্র – পঁচিশে বৈশাখ : 13
- শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায় – তুমি রবীন্দ্রনাথ : 13

CHITROKTI POTRIKA

কিছু কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের চোখে একজন ঋষি। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বিদেশে, রবীন্দ্রনাথকে একজন আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে ধরা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির কাছে বিশেষ একটি নাম। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং তাঁর বিশাল সাহিত্য কীর্তির জন্য তিনি বহু বাঙালির রক্তস্রোতে আজও মিশে আছেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। এক কথায় বহুমুখী প্রতিভার সম্বন্বয় ঘটেছিল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ কর্মজীবনে। বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য স্রষ্টা। তাঁর অনন্য প্রতিভার 'সোনার কাঠির' স্পর্শে পাষাণ পুরী স্বর্গ পুরীতে রূপান্তর এক স্বাভাবিক ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার জাতি আলাদা। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব মনীষা জীবনদর্শন সাহিত্যমেধা এ সমস্তের সঙ্গে কবি স্বভাবের সৃজনশীল চরিত্রধর্মের প্রকাশে ও বিকাশে প্রবন্ধ ও রচনার সাহিত্য যে ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য ও বিশালতা গভীরতা লাভ করেছে তার সঙ্গে তুলনা দেওয়ার মতো দ্বিতীয় প্রবন্ধ লেখক এখনো বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হননি।

অন্তরের অতল তলে নিমজ্জমান এবং যেখান থেকে সপ্তরঙের মায়ামাণিক্য আহরণ সাহিত্যের এক সম্পদ বিশেষ। তার ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ঐশী স্পর্শ লোভাতুর কবির আবেগময় আকুতির কাব্যময় প্রকাশ, শান্তিনিকেতনের ব্যাখ্যানমূলক লেখাগুলি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত ও উপনিষদের প্রভাব পুষ্ট। কিন্তু তত্ত্ব এখানে অর্মত্যবাণী নয় সে দৃশ্যে, বর্ণে, গন্ধে, গানে মৃত। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের উপর মানসমুক্তি এবং প্রকাশিত শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা ও অপূর্ণতা উদ্ঘাটিত। আদর্শ শিক্ষা প্রসঙ্গে অবশ্য তার মন্তব্যটিও সমর্থনযোগ্য "যিনি জাতি শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তার ভিতরকার আদিম ছেলেটা বেরিয়ে আসে।" তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির ভোগস্পৃহা ও শোষণ বৃত্তি নিন্দিত, আর ভারতে ইংরাজ শাসনের কলংকিত অধ্যায় ধিকৃতে। মৃত্যুর প্রাক্কালে রচিত। সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে আপাত সমৃদ্ধ কিন্তু ভিতরে মৃত্যুহীন এই দস্যু সভ্যতার প্রতি কবির ঋষি সুলভ চরম অভিশাপবাণী উচ্চারিত, আর সেই সঙ্গে ধ্বনিত এক চিরন্তন বাণী: "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।"

আমরা তাঁকে কবি হিসাবে বারংবার অভিহিত করলেও তিনি শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নন, বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা সাহিত্যের মৃত্যুহীন কৃতিত্ব।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – চিত্রোক্তি

গুগল থেকে সংগৃহীত আটটি ছবি :

কিশোর রবীন্দ্রনাথ, ১৮৭৭; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কেচ অবলম্বনে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ১৮৮৩

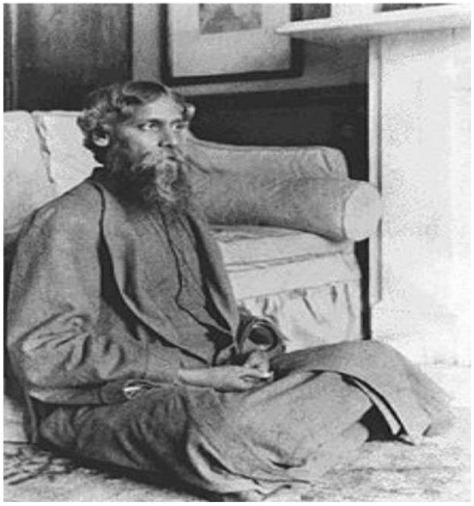

১৯১২ সালে হ্যাম্পস্টেডে রবীন্দ্রনাথ; বন্ধু উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের শিশুপুত্র জন রোদেনস্টাইন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।

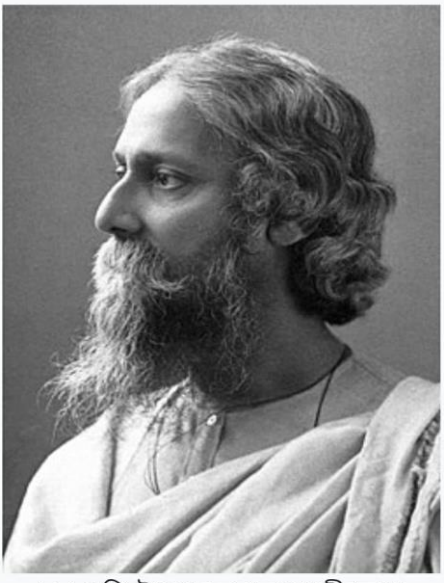

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ

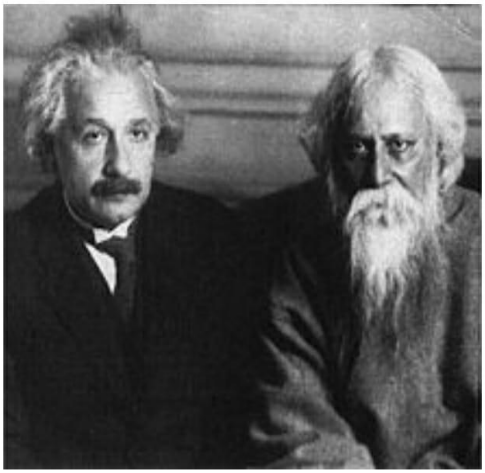

আইনস্টাইনের সঙ্গে, ১৯৩০

১৯৩০ সালে বার্লিনে রবীন্দ্রনাথ

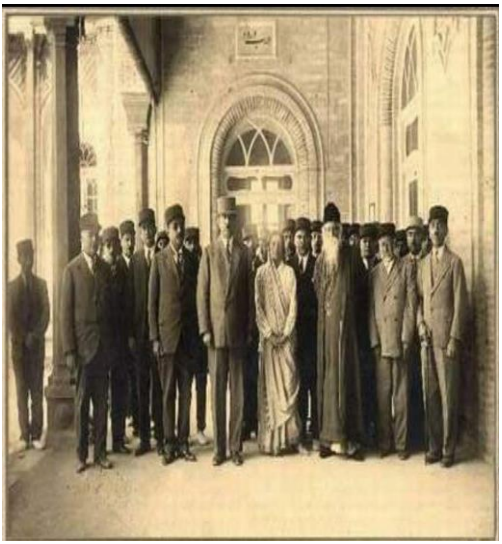

তেহরানের মজলিসে ১৯৩২

"ড্যান্সিং গার্ল", রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত একটি তারিখবিহীন চিত্র

কবিতা

রমেশ পুরকায়স্থ
রবিস্পর্শ

যেখানে যাই রবীন্দ্রনাথ আলো আঁধারে তোমার মুখ
ছুঁয়েই থাকে সারাজীবন আমার সকল দুঃখ-সুখ,
বিপদে তাই 'রক্ষা করো' বলি না রবীন্দ্রনাথকে
কবির কাছে দীক্ষা নিলাম, ভয় পাই না নৈরাজ্যের রাতকে।

আঁধার-মহিষ আসবে তেড়ে শিং বাগিয়ে প্রাণটি নিতে
আলোর অসি ঝন্ ঝনিয়ে উঠবে বেজে ধমনিতে
ভয় করি না কালো মেঘের আকাশ জোড়া গুরুগুরু
বুকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, একসাথে আজ যুদ্ধ শুরু।

অমল কর
পঁচিশে বৈশাখের কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

খরস্রোত প্লাবন রোদ্দুরের দাপট
বিবশ-বিহ্বল করেনি তোমাকে

বিছিয়ে রেখেছ বিস্তীর্ণ পথ
গল্পে এঁকেছ যাপিত জীবন
রক্তে রেখেছ অঢেল প্রেম
তীর্থ করেছ এই দেশ

তুমি মৃত্যুকে পেছনে ফেলে
যাবতীয় আলো রেখে গেলে।

গৌরী সেনগুপ্ত
তোমার প্রেমে

শিকড় দিয়ে আঁকড়ে তবু বোশেখ দাহ শিয়রে
শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে হিসাব দিলে শুধরে।

মাঝে মাঝে মেঘের পালক করছে আনাগোনা
তোমার বাণী মুখর হয়ে শুধছে প্রাণের দেনা।

বোশেখ পঁচিশ নতুন সাজে রবির ছটার পল্লবে
জন্মের এই শুভক্ষণ ভরুক সুরের বৈভবে।

হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছো বোঝাও তোমার আবহমান
জীবনপাত্র উছলে যায় গো বিশ্ববাণীর তোমার গান।

CHITROKTI PATRIKA

ব্রততী চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথ

শব্দ শুধু শব্দ নয়, শব্দের গভীরে সাগর--
রত্নের আগার!
শব্দ আর সুরে সুরে হৃদয় তন্ত্রীতে
ঝংকার অপার!
সুখে দুঃখে আজও ছুঁয়ে আছি
সংগীত তোমার।
রবীন্দ্রনাথ, হে প্রাণের কবি
লহ নমস্কার।

শংকর ঘোষ
পঁচিশে বৈশাখ

তোমার মন প্রকাশ তোমার
কেমন করে হয় সে আমার!
তোমার কথায় কথা বলে
সহজ হই শান্তি মেলে
হাতখড়িতে চোখ বুলিয়ে
প্রকাশ শিখি যাই এগিয়ে
তোমার থেকে করেছি ঋণ
ফিরে ফিরে আসুক এই দিন।

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
এসো পঁচিশে বৈশাখ

আমি প্রেমের কথা ভাবি
পূজার কথাও
হদিশ পাইনি আজও তার
দুয়ারে দাঁড়িয়ে এসে ফিরে গেল নাকি!

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি
তার চারিদিকে কুকথার কটু গন্ধ
অসত্যের দাসত্বের শূন্য আস্ফালন

এসো পঁচিশে বৈশাখ
প্রেম ও পূজার গন্ধে আমাকে পবিত্র করো

CHITROKTI PATRIKA

তাপস মিত্র
আজ দখিন দুয়ার খোলা

গ্রামে থাকি বলে ভোরের পাখিরা সকাল আনে
প্রতিদিনের মতো হাঁটতে বের হই
পায়ের নীচে বুড়ো পাতারা
ছাঁয়া হাঁটে শরীর জড়িয়ে

পাকা রাস্তায় উঠলে নিঃশ্বাসে বিষ
ব্যস্ত গাড়ি ধুলো ধোঁয়া মাইক্রোফোন
শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
ঘরে ফিরে দেখি ছোট মেয়েটা
দরদ দিয়ে গাইছে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের অক্সিজেন

স্বাতী ঘোষ
পঁচিশে বৈশাখ

সে এক সময়
এক অপরূপ ক্ষণ
নিয়ে এল দিনলিপি
আলোর রূপের আনন্দের
জীবন নতুন হল চেতনার রঙে
প্রখর তপ্ত দিন
সন্ধান দিল অমৃতের
ঋদ্ধ করল মনন ---

শশাঙ্কশেখর অধিকারী
রবীন্দ্রনাথ

কালপ্রবাহের স্রোতে বয়ে চলে জন্ম-মৃত্যুর আসা যাওয়া
তবুও প্রতি বৈশাখে তপ্ত
দহনবেলায় চিরনতুন ডাক দিয়ে যায়
তোমার কথা গান আর সুরের মূর্ছনায়
যা কিছু জীর্ণ পুরাতন
গ্লানি মালিন্য আবিলতা মুছে দিয়ে
ত্রিভুবনব্যাপী বিশ্ব মানবতার জয়ধ্বনি হয়ে ওঠে
তোমার শুভ জন্মদিন।

CHITROKTI PATRIKA

নীলাঞ্জন কুমার
পঁচিশে বৈশাখ

অন্তত একদিন বাঙালি হই
পঁচিশে বৈশাখ পর্বে
পক্ষ জুড়ে রবীন্দ্র সম্ভার
তবু বছরভর বাঙালিপনা উধাও!

কি বিচিত্র সেলুকস্ এই জীবন
বইএর তাকে দাঁড়িয়ে থাকে না পড়া বই
কি বিচিত্র সময়ের সঙ্গে
গভীর বসবাস সয়ে নিতে হয় ।

শোভন বিশ্বাস
রবীন্দ্রনাথ শুধু তুমি

এখন রূঢ় সংকটজর্জর সময়
চারিদিকে ছারখার ত্রস্ত জীবন
পঁচিশে বৈশাখের ছায়াতরু হয়ে
মনের হাজারো স্পৃহায় জাগ্রত তুমি
স্বর ব্যঞ্জন ছন্দ সুরের গানেও তুমি
কবিতাসৃজনে কলম ছুঁয়ে থাকা
মনন গভীরে ব্যথার আঁচড়ে
সুখে-দুঃখে নিবিড় নিবিষ্ট শুধু তুমি।

বীথি কর
কবি, তোমাকে...

আমার জন্মদিনে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হও তুমি,
উপহারের সম্ভার নিয়ে বসে তোমাকেই দেখি চারপাশে।
জ্বরের ঘোর কাটাতে স্পর্শ পাই তোমার হাতের,
দুঃখে, সুখে, অপমানে, লাঞ্ছনায় আবর্তিত হও আমার শ্বাসে।

প্রেমিকের মতো নিরাপদ স্থান দাও তোমার কবিতায়,
বৈশাখের তপ্ত দুপুরে শীতল বাতাস বয় আমার চোখে।
নীরবতা তৈরি আর ভাঙার খেলা চলে আঙুলের ফাঁকে,
তোমার জন্মদিনে আমি কেন বিক্রি হই তোমার বইয়ের বুকে?

CHITROKTI PATRIKA

সুতপা দেবনাথ
পঁচিশে বৈশাখ

তপ্ত দিনলিপিতে তোমার কথা ভেবে
দিনগুজরান পথে পথে
অমলতাসের বুকে কিছু শব্দ ছড়াই
তোমায় দিয়ে শুরু করি', "সহজ পাঠে"
কানে বাজে "আমারো পরানো যাহা চায়'তুমি তাই"
সন্ধ্যে গড়ায় চাঁদ নেমে আসে
তপ্ত ভূমিতে মৃদুমন্দ বাতাস ছড়ায়
তোমার সুরে গানে সৌরভে ছড়িয়ে
আভূমি নত মস্তকে গেয়ে উঠি
"পঁচিশে বৈশাখ লহ প্রণাম"

নন্দিনী সরকার
প্রণতি

সহজ পাঠের সহজ কথায়
পড়া শুরু হয় জানি
গল্পগুচ্ছে ছড়িয়ে রয়েছে
জীবনের সব বাণী।

বিপদের দিনে সাহস জোগায়
রবি ঠাকুরের গান,
প্রেমে ও বিরহে, হর্ষ বিষাদে
তোমাকে সঁপেছি প্রাণ।

দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়
বৈশাখী

গরম গরম গরম দারুন
ঝলসে গেল সব।
ঝড়ের মতন দ্রুত বেগে
আসে বৈশাখী কলরব।

এই সময়েই বেজে ওঠে প্রাণে
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে,
পঁচিশে বৈশাখের ভীষণ ঝড়ে
মিলে যাক একসাথে।

CHITROKTI PATRIKA

পল্লব চট্টোপাধ্যায়
আজ পঁচিশে বৈশাখ

আজ কবিগুরুর জন্মদিন পালন হচ্ছে প্রাণে প্রাণে।
প্রভাতে গাছে ফুলেদের আনন্দআর ধরে না যেন।
সবাই নিজেদের মুখগুলো মেলে ধরেছে।
বাতাসে ভেসে আসছে তাদের সৌরভ।
এক কথায় প্রকৃতির ও সাজো সাজো ভাব।
আজ ২৫শে বৈশাখ, এসো আমরা সবাই মিলে
শান্তিনিকেতনের পুরানো দিনের কথা গুলো মনে করি।
এই মহামানবের গলায় রজনীগন্ধা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করি।

নীলাঞ্জনা হাজরা
একদিনের আশাতেই বাকি দিন কাছে আসে

বাংলা বছরের শুরু
মনে রাখার মধ্যে কোন ঝংকার নেই।
চৈত্রের একটা জ্বালা আছে।অনির্দিষ্ট স্মৃতি রোমন্থনের।
নববর্ষের প্রথমদিন থেকেই একটা দিন সাধারণ হয়ে হিন্দোলিত হয়।
হিসেবের মাপকাঠি ভেঙ্গে
সবাইকেএক করে গুরুদেব।
জাল ভেসে থাকে।

অনিমেষ রায়
জোড়াসাঁকো

পঁচিশে বৈশাখ মানে জোড়াসাঁকো
বিশ্বসাহিত্যসেতুর কারিগর।
সাহিত্যের অবাধ বিচরণ
প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্মৃতিচারণায়
কবিজন্ম দার্শনিকতার নাড়ি
জড়িয়ে থাকবে
সাহিত্যের মহাকালজয়ী গুরুদেবের
আবির্ভাব শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ
আলোয় উদ্ভাসিত পঁচিশে বৈশাখের গুরুপ্রণাম।

CHITROKTI POTRIKA

স্বরূপ কর্মকার
রবির কিরণে

রবির কিরণে আলোকিত মোরা গেয়েছি তোমার গান
তোমার জ্ঞানে বিকশিত মোরা
বাংলার তুমি মান।
এই বৈশাখে অন্তে তুমি
মনের মাঝেই স্থান
তোমার লেখাই হৃদয় জুড়ে তোমার লেখাই প্রাণ।

সম্রাট পাত্র
পঁচিশে বৈশাখ

প্রাণ সখা মোর ভুবন ও নাথ
তোমাতে বিলীন এ মানব জীবন
এই বাংলার কিরণ তুমি ব্যক্ত করেছ বিশ্ব মাঝে
গদ্যে ছন্দে সুরের তালে হৃদয় বিণা সদাই বাজে
তোমাকে নিয়ে লিখবো কিছু সেই সাধ্যি নেই আমার
দুঃখ সুখে সব কিছুতেই ভোরে আছে আকাশ তোমার
তোমার সৃষ্টি তোমার কৃষ্টি, সুরে ও গানে ঝরায় বৃষ্টি
তোমার ছবিতেই ভুবন মাঝে বাংলা মায়ের সকাল সৃষ্টি।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
তুমি রবীন্দ্রনাথ

তোমার কবিতাই পড়ি আজও শতবর্ষ পরে
বিহ্বলতায় দেখি তোমায় কৌতুহল ভরে ।

ছুঁয়ে আছি যুগভর শব্দজাদু গানে
সুর-ছন্দে মোহময় সাহিত্যের প্রাণে ।

তোমার প্রকাশে আলো জাগ্রত ভূমি
বোশেখ পঁচিশে তোমার চরণেতে চুমি ।

তোমাকেই দেখি আজও শতবর্ষ পরে
দিয়েছ অনেক আলো শতাব্দী জুড়ে ।

CHITROKTI PATRIKA

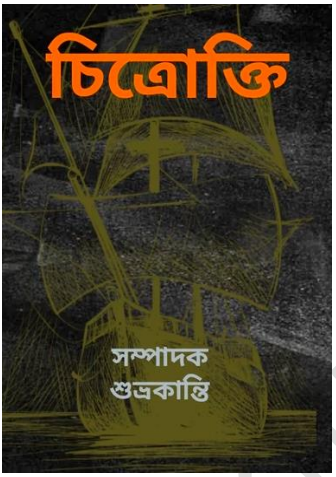

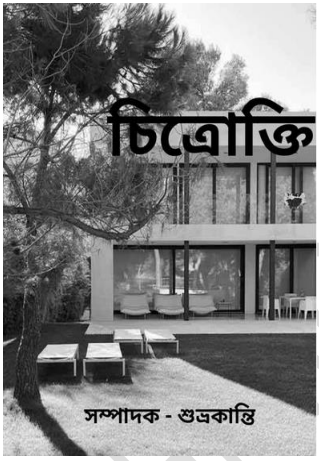

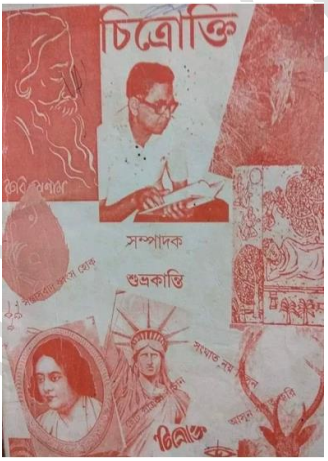

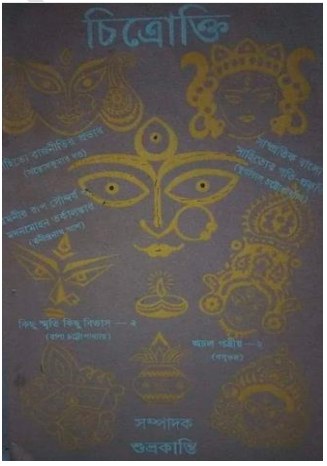

পরিকল্পনা - লোপামুদ্রা, প্রচ্ছদ ভাবনা - গার্গী, সম্পাদনা - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ন - চৈতন্য (হায়দ্রাবাদ)

"CHITROKTI" online quarterly Little Magazine published by Subhra Kanti Chattopadhyay from Anandamoyee Apartment, Bose Para Road, Barisha, Kolkata-700008, Designed by Chaithanya K, Hyderabad.
1st Year, Special 3rd Issue, Ponchishe Baishakh Sankhya, Online, May 2022.